দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিয়ে কিছু আবেদন-নিবেদন জানান হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে। তাদের আপত্তি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির নতুন নিয়ম নিয়ে। গত বছর পর্যন্ত এসএসসি, এইচএসসি দু' পরীক্ষা মিলে মোট ১২০০ নম্বর পেলে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির আবেদন করা যেত। পরপর তিনবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পরীক্ষা দেয়ায় কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

কিন্তু এবার এ দু'টি শর্তেরই পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নিয়ম করা হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হলে এসএসসি এবং এইচ-এসসি এই দু' পরীক্ষায় মোট ১৩০০ নম্বর পেতে হবে। আর দু'বার পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হলে তৃতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যাবে না।

এ দু'টি শর্ত পরিবর্তনের পিছনে যুক্ত হচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হওয়ায় অসংখ্য ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগ পাচ্ছে এবং স্টার মার্কসও পাচ্ছে। তারা অনেকে এইচএসসি পরীক্ষায় তেমন ভাল ফল না করলেও এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সুবাদে দু' পরীক্ষায় মোট ১৩০০ নম্বর পেতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। প্রতিবছর এই নম্বরের ছড়াছড়ির জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাচ্ছে। এই একই যুক্তিতে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের তৃতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এর ফলেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। তিন বছরের বোঝা টেনে পরীক্ষা নিতেই মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। অপর দিকে এ সিদ্ধান্ত যত যুক্তিযুক্তই হোক না কেন, এর ফলে একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জীবনে হতাশা নামছে তা বলাই বাহুল্য।

এই ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালে যারা এসএসসি পাস করেছে তাদের কালে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ছিল না। সুতরাং তাদের সঙ্গে ১৯৯২ সালের পর থেকে যারা এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে তাদের সমস্যা এক করে দেখলে চলবে না। এ ছাড়া দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য অনেক ছাত্রছাত্রীই দীর্ঘদিন যাবৎ তৃতীয়বারের জন্য ভর্তি পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গতবার ভর্তি পরীক্ষার শেষে এ নিষেধাজ্ঞার কথা জানান হলে গত একটি বছর তাদের এ প্রস্তুতি নিতে হত না; যে জন্য ব্যয়ের বহরও কম নয়। এ ছাড়া তারা অন্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে পারত। এ নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় তাদের আর একটি বছর নষ্ট হল।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু এ ছাত্রছাত্রীদের আবেদন নিয়ে কি করা হবে সে সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই নিবেন। তবে আমাদের মনে হয়, এ ব্যাপারে বিধি-নিয়ম বার বার পাল্টান ঠিক নয়। এ ব্যাপারে একটি স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। এবং এটি সম্ভব একমাত্র বোর্ডের পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হলে।